ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলাঃ
কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার, তাসলিমা আকতার

৮ জুন ২০২১

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশে মার্চ ২০২০ হতে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ গত জুন-আগস্ট ২০২০-এ সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকার পর সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে হ্রাস পায়
- জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়কালে শনাক্তের হার ৫ শতাংশের নিচে ছিল
- মার্চ ২০২১ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে আশঙ্কাজনকভাবে সংক্রমণ বৃদ্ধি; আক্রান্তের হার ২০% অতিক্রম
- এপ্রিল ২০২১ থেকে সারাদেশে 'লকডাউন' চলমান; মে মাসের শুরুতে শনাক্তের হার ১০% এর নিচে অবস্থান করলেও আবার বিশেষকরে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সংক্রমণ বৃদ্ধি
- করোনাভাইরাসের 'যুক্তরাজ্য (B. 1.1.7)', 'দক্ষিণ আফ্রিকান (B. 1.351)' ও 'ভারতীয় (B.1.617.2)' ধরন (ভ্যারিয়েন্ট) শনাক্ত; কোভিড-১৯ টিকার কার্যকরতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলার আশঙ্কা

আক্রান্তের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা
৮ লাখ ৫৪০ জন	১২ হাজার ৬১৯ জন

৩১ মে ২০২১ পর্যন্ত

গবেষণার প্রেক্ষাপট...

- লকডাউনের মাধ্যমে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতি বিশেষত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত
- কোভিড ১৯-এর নতুন নতুন ধরনের আবির্ভাবে প্রাকৃতিকভাবে 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন বাধাগ্রস্ত
- চার ধাপে মোট জনসংখ্যার ৮০% (১৩.৮২ কোটি) টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইমিউনিটি অর্জনে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা
- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড টিকা প্রদান শুরু; টিকা সরবরাহ বন্ধ থাকার ফলে ২৬ এপ্রিল ২০২১ থেকে প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ
- বর্তমানে বাংলাদেশে সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি, নতুন নতুন ধরনের অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ রোধের সক্ষমতা এবং টিকা কার্যক্রম বন্ধ হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় কোভিড-১৯ অতিমারি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে

গবেষণার যৌক্তিকতা

- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সংক্রমণের প্রথম আট মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে দু'টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে
- উক্ত গবেষণা দু'টিতে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এবং দ্রুত সাড়া প্রদানে ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সকল সূচকে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়
- বর্তমান সময়েও করোনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি বিশেষত টিকা পরিকল্পনা, ক্রয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক বিদ্যমান
- করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিশেষত কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি কর্তৃক এই তৃতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত টিকা কার্যক্রমসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রম সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় টিকা সংগ্রহ, টিকাদান কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা, এবং এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল উদঘাটন করা

২. করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত অন্যান্য সরকারি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

৩. গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণা পদ্ধতি

❖ **মিশ্র পদ্ধতি (গুণগত ও পরিমাণগত)**

❖ **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:**

১. টিকা সম্পর্কিত জরিপ:

জরিপ	পদ্ধতি	নমুনা
টিকাগ্রহীতা 'এক্সিট পোল'	➢ ৮টি বিভাগের ৪৩টি জেলা থেকে ৫৯ টিকা কেন্দ্র নির্বাচন (একাধিক টিকা কেন্দ্র থাকা জেলা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দুইটি কেন্দ্র নির্বাচন) ➢ দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলা হতে ৩০-৩৫ জন টিকাগ্রহীতার 'এক্সিট পোল' সাক্ষাৎকার গ্রহণ	১,৩৮৭ জন

২. সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৪৩টি জেলা হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫৯টি টিকা কেন্দ্র নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ

গবেষণা পদ্ধতি...

৩. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ১২ ধরনের টিকা গ্রহণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ; প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৩১৭টি

৪. **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, টিকা প্রদানে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সাংবাদিক

- **পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- **তথ্য সংগ্রহের সময়:** ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ মে ২০২১

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/দপ্তর

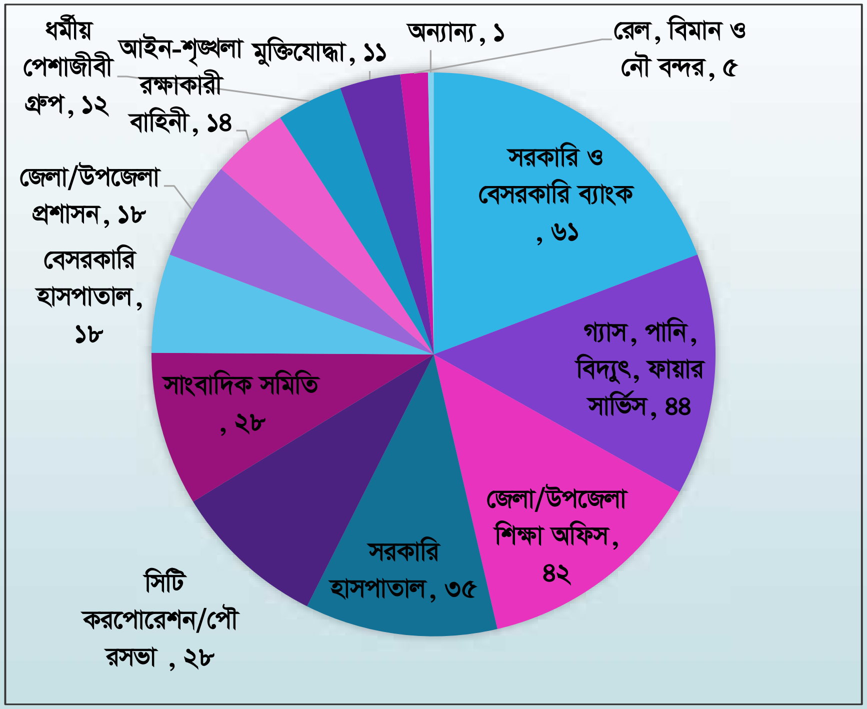

গবেষণার আওতা

১. টিকা কর্মসূচি

- পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন
- টিকা নির্বাচন, সংগ্রহ, ক্রয় চুক্তি ও আমদানি
- বেসরকারি পর্যায়ে টিকা উৎপাদন/আমদানি, টিকা অনুমোদন, বিপণন মূল্য নির্ধারণ
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও তদারকি
- টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা
- নিবন্ধন, টিকা প্রদান

২. করোনা ভাইরাস পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

৩. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের সূচক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	টিকা ক্রয়, চুক্তি, আমদানি, অনুমোদন, টিকা নিবন্ধন ও প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ (ঔষধ আইন ও নীতি, ভ্যাকসিন অর্ডিন্যান্স, সরকারি ক্রয় ইত্যাদি)
সাড়াদান	টিকা পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও প্রয়োগ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	টিকা বাস্তবায়ন কমিটির কার্যকরতা, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও তদারকি সক্ষমতা, টিকা নিবন্ধন প্রক্রিয়া, টিকা কেন্দ্র সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্প্রসারণ, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, চাহিদা নিরূপণ, টিকাদান বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ, বিশেষজ্ঞ মতামত
স্বচ্ছতা	তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও উন্মুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা
জবাবদিহিতা	নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, তদন্ত, বিচার ও শাস্তি

গবেষণার ফলাফল

কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা: ইতিবাচক পদক্ষেপ

- র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ও জিন-এক্সপার্টসহ আরটি-পিসিআর নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ; দিনপ্রতি পরীক্ষার সংখ্যা ৩০ হাজার অতিক্রম (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ)
- এক হাজার শয্যার (দুই শতাধিক আইসিইউ শয্যাসহ) ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা
- দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশব্যাপি লকডাউন বাস্তবায়ন; পার্শ্ববর্তী দেশ সংলগ্ন সীমান্ত বন্ধ
- কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে গতি সঞ্চার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার দু'টি নতুন প্রণোদনা কর্মসূচি অনুমোদন
- ৩৬ লাখ দরিদ্র পরিবারে দ্বিতীয়বার ২,৫০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তার উদ্যোগ
- বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ টিকার ব্যবহার শুরু হওয়ার (ডিসেম্বর ২০২০) কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে টিকার ব্যবস্থা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিদ্যমান ব্যবস্থা ব্যবহারসহ দ্রুততার সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টিকা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতি: করোনার সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি

- এন্ট্রি পয়েন্টগুলোতে (বিমান ও স্থলবন্দর) সংক্রমিত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং কোয়ারেন্টাইন করার উদ্যোগের ঘাটতি

→ নেগেটিভ সনদ ছাড়া যাত্রী পরিবহন, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সিট সংকট, স্বল্প সময় কোয়ারেন্টাইনে থাকা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকা; কোভিড-১৯ এর নতুন ধরনের অনুপ্রবেশ

- স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নে সমন্বিত 'আচরণ পরিবর্তন' (Behavior Change) উদ্যোগ না নেওয়া
- স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার নির্দেশনার কঠোর বাস্তবায়নে ঘাটতি
- পৌরসভা নির্বাচন, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন; পর্যটন কেন্দ্র খোলা রাখা
- উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের 'করোনা নিয়ন্ত্রণ'-এর প্রচার

→
- স্বাস্থ্যবিধি পালনে সচেতনতার ঘাটতি
- জনগণের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি
- জনগণের স্বাস্থ্যবিধি পালনে অনাগ্রহ ও হতাশাব্যঞ্জক শৈথিল্য

সংক্রমণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ও মৃত্যুর মধ্যে ২৬.৬% আক্রান্ত ও ২৪.২% মৃত্যু ২০২১ সালের মার্চ ও এপ্রিল এই দুই মাসে

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

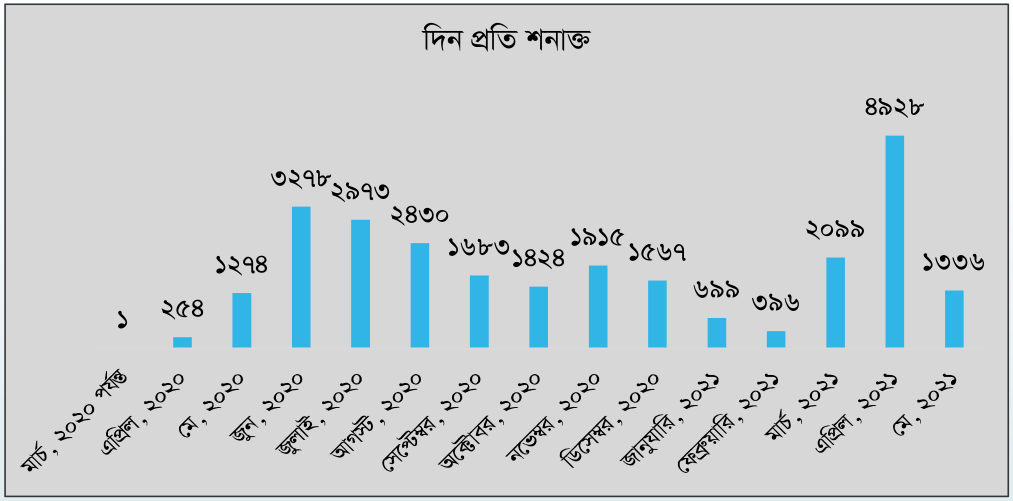

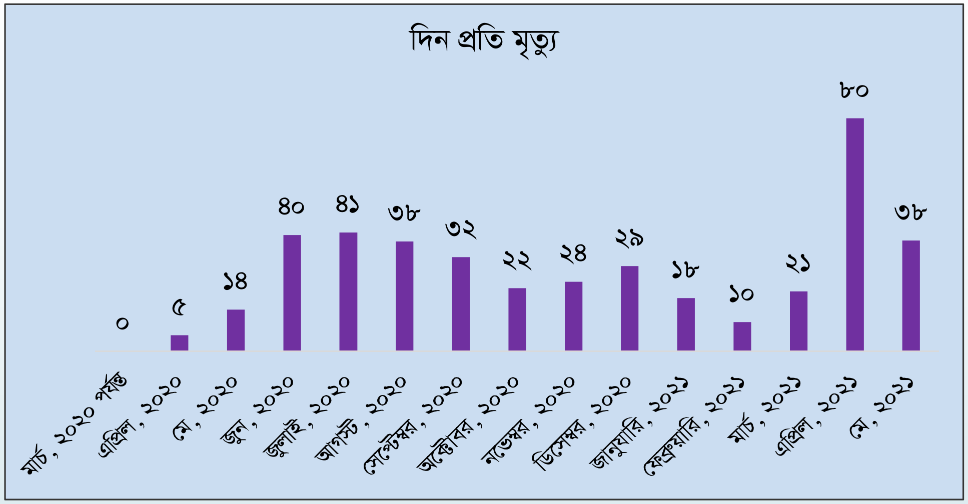

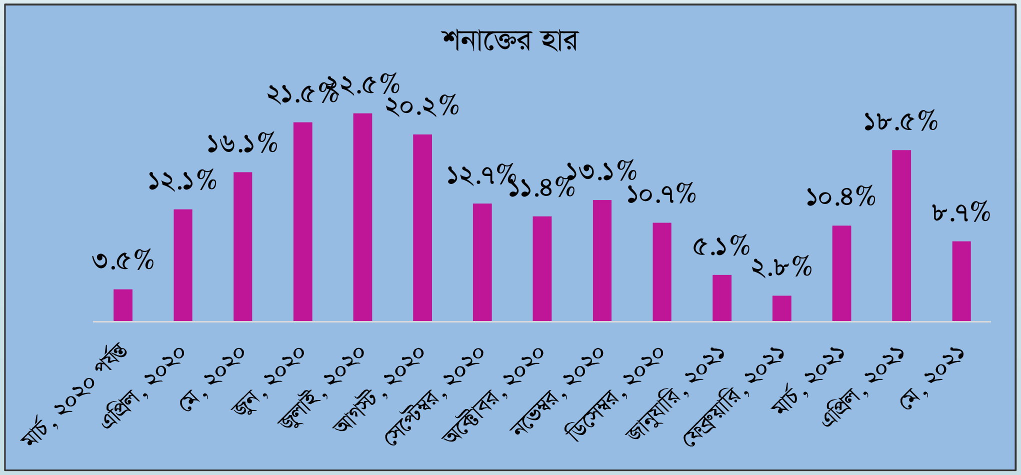

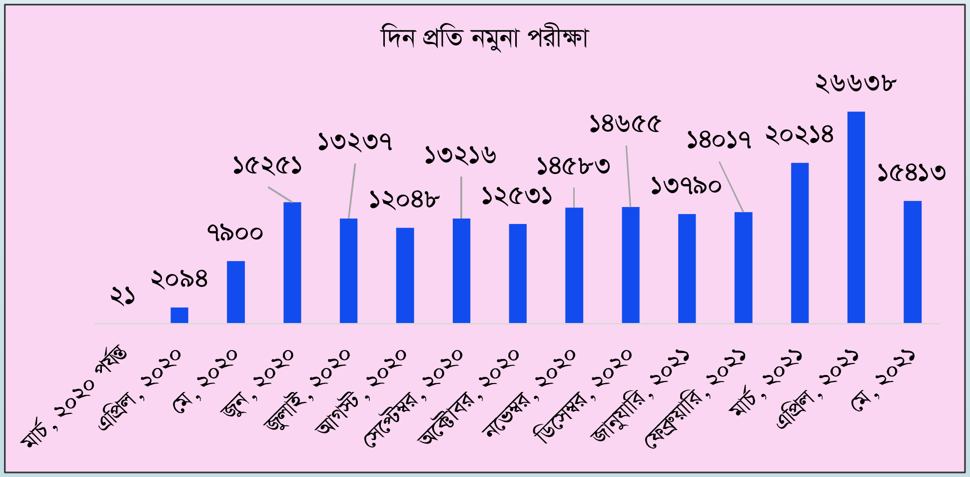

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উদ্যোগের ঘাটতি: করোনার সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি

- ❖ অপরিকল্পিত 'লকডাউন' আরোপ; বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা
- ❖ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে বৈষম্য; প্রভাবশালী গ্রুপের লবিং/চাপে কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা
- ❖ কিছু ক্ষেত্রে কড়াকড়ি-কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতায় জনগণ বিভ্রান্ত

- অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল, ব্যক্তিগত গাড়ি, শপিং মল, বইমেলা, শিল্প কারখানা খোলা
- পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত গাড়িতে যাত্রী পরিবহন
- স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ঈদের ছুটিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ ও আবার ফেরত আসা

- আন্তঃজেলা পরিবহন (সড়ক, রেল ও নৌ) রাইডশেয়ারিং (আংশিক), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

অপরিকল্পিত 'লকডাউন' ও জনগণের স্বাস্থ্য বিধি উপেক্ষার কারণে জুন মাসে আরেকটি ঢেউয়ের আশংকা

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

করোনাভাইরাস পরীক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণে ঘাটতি

- র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ও জিন-এক্সপার্ট টেস্টের সম্প্রসারণ হলেও আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার এখনো ৩০টি জেলার মধ্যে সীমিত; অধিকাংশ পরীক্ষাগার বেসরকারি
- বাংলাদেশের বিদ্যমান আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় কিছু নতুন স্ট্রেইন শনাক্তে সক্ষমতার ঘাটতি
- ২০২১ এর এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহে দৈনিক নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ৩০ হাজার অতিক্রম; মে ২০২১ এ দিনপ্রতি গড় পরীক্ষা পুনরায় ১৫ হাজার
- প্রতিবেদন পেতে কোথাও কোথাও এখনো ৪-৫ দিন অপেক্ষা; প্রতিদিন ১০-১৫টি পরীক্ষাগার বন্ধ থাকে
- নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরীক্ষাগারে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা
- কোনো কোনো এলাকায় কোভিড-১৯-এর লক্ষণ না থাকলে পরীক্ষা না করা: করোনা ভাইরাসের নতুন লক্ষণ বিবেচনা না করা
- নমুনা পরীক্ষার কিটের দাম তিনগুণ হ্রাস পেলেও বেসরকারি পরীক্ষাগারের জন্য নির্ধারিত ফি হ্রাস না করা

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণে উদ্যোগের ঘাটতি

- ❖ অনেক কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতাল বন্ধ; আইসিইউসহ চিকিৎসা সংকট
- ❖ করোনা সংক্রমণের একবছর তিনমাস অতিবাহিত হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ না করা
- ❖ বাজেট এবং যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সকল জেলায় ১০টি করে আইসিইউ শয্যা প্রস্তুতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করা
- ❖ অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে ফেলে রাখা (৩০০ আইসিইউ শয্যা, ১৬৬ ভেন্টিলেটর, ৩৩৫ হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা)
- ❖ সরকারি হাসপাতালের আইসিইউ সংকটের কারণে বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হওয়া: একজন কোভিড-১৯ রোগীর গড় খরচ ৫ লক্ষাধিক টাকা

সারাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য নির্ধারিত ৬৬৪টি সরকারি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৩৭৪টি, চট্টগ্রাম শহরে ৩৩টি এবং বাকি ৬২ জেলায় ২৫৭টি আইসিইউ শয্যা রয়েছে

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

- মোট ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজে বরাদ্দকৃত ১,২৮,৩০৩ কোটি টাকার প্রায় ৩৫% বিতরণ না করা
- বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রণোদনার অধিকাংশ বিতরণ হলেও কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর প্রণোদনা বিতরণে ধীর গতি
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার জটিল নীতি, ব্যাংকের গ্রাহক না হলে ঋণ না পাওয়া
- নীতি পরিবর্তন ও দ্রুত অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি; বারবার সময় বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে প্রণোদনা প্যাকেজ	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিতরণের %
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের ঋণ সুবিধা	৪০,০০০	৮০.২%
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২,৭৫০	৯৯.৪%
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা	৫,০০০	১০০%
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা	২০,০০০	৭৩.৩%
কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৭৯.১%
নিম্ন আয়ের পেশাজীবীর (কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৩,০০০	৬১.০%
দুই মাসের ঋণের সুদ 'ব্লকড হিসাবে' স্থানান্তর	২,০০০	০%
প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল	৫,০০০	০.০৩%

করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের অগ্রগতি...

স্বাস্থ্যখাতে অনিয়ম-দুর্নীতি চলমান

- বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড মোকাবিলায় বরাদ্দ ব্যয়ে দুর্নীতি অব্যাহত: ৫টি হাসপাতালে ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও কোয়ারেন্টাইন বাবদ ৬২.৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কোটি টাকা দুর্নীতি
- ক্রয় বিধি লঙ্ঘন করে এক লাখ কিট ক্রয়; দর প্রস্তাব মূল্যায়ন, আনুষ্ঠানিক দর-কষাকষি, কার্য সম্পাদন চুক্তি, কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন ও অনভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়াদেশ প্রদান
- করোনাকালে কারিগরি জনবল ঘাটতি মেটাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়োগে জনপ্রতি ১৫-২০ লাখ টাকা ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ
- টিকার আনুষাঙ্গিক উপকরণ ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়াদেশ প্রদান
- কোনো হাসপাতালে শয্যা খালি নেই আবার কোনো হাসপাতালে রোগী নেই; উপযোগিতা যাচাই না করে হাসপাতাল নির্মাণ এবং তার যথাযথ ব্যবহার না করে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় ৩১ কোটি টাকার অপচয়

অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি

- স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে সংগঠিত দুর্নীতির কারণে বারবার পরিচালক পরিবর্তন; ধীরগতির তদন্ত কার্যক্রমের প্রভাবে ‘কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস’ প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- বিশ্বে ২০০ ধরনের কোভিড-১৯ টিকার ট্রায়াল চলমান; বিভিন্ন দেশে ৭ ধরনের টিকার প্রয়োগ শুরু; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি ব্যবহার্য তালিকায় ৫টি টিকা অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত ও ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদিত কোভিশিল্ড প্রয়োগের সিদ্ধান্ত: প্রথম ধাপে ২১ ধরনের জনগোষ্ঠী/পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিমালা

টিকার লক্ষ্যমাত্রা
জনসংখ্যার ৮০% বা ১৩.৮ কোটি
প্রায় ২৮ কোটি ডোজ টিকার প্রয়োজন

রাশিয়া ও চীনসহ অন্য উৎস হতে টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ চলমান; কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের টিকা উৎপাদন ও আমদানির প্রস্তাব

টিকার উৎস

উৎস	পরিমাণ (প্রতিশ্রুতি/চুক্তি)	প্রাপ্তি (ডোজ)
সেরাম ইনস্টিটিউট	৩ কোটি	৭০ লাখ
কোভ্যাক্স	৬.৮ কোটি (শুরুতে ১.০৯ কোটি)	১ লাখ
ভারত সরকার (উপহার)	-	৩৩ লাখ
চীন সরকার (উপহার)	-	৫ লাখ
মোট টিকা প্রাপ্তি		**১ কোটি ৯ লাখ**

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকা: পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন...

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত টিকাগ্রহীতার ধরন ও লক্ষ্যমাত্রা (লাখ)

ধরন	সংখ্যা	ধরন	সংখ্যা
চল্লিশোর্ধ্ব নাগরিক	৩২৫	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা	৩.৫
বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী	৬	স্বাস্থ্যসেবায় প্রত্যক্ষ কর্মী	১.২
বীর মুক্তিযোদ্ধা	২.১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	৫.৫
সামরিক বাহিনী	৩.৬	রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য কর্মকর্তা	.০৫
গণমাধ্যম কর্মী	০.৫	নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি	১.৮
পৌর কর্মী	১.৫	ধর্মীয় প্রতিনিধি	৫.৯
সৎকার কর্মী	০.৭৫	জরুরি পরিষেবা কর্মী	৪.০
রেল, বিমান, নৌ-বন্দর কর্মী	১.৫	জেলা/উপজেলায় সরকারি কর্মী	৪.০
ব্যাংকার	২.০	প্রবাসী শ্রমিক	১.২
জাতীয় দলের খেলোয়াড়	০.২	শিক্ষক	২৫.০

টিকা প্রদান	
প্রাথমিক লক্ষ্য	৩.৯৫ কোটি
রেজিস্ট্রেশন	৭১.৫ লাখ
টিকা (১ম ডোজ)	৫৮.২ লাখ
টিকা (২য় ডোজ)	৩২.১ লাখ

- অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধনের ব্যবস্থা
- পরবর্তীতে মোবাইল অ্যাপ শুরু
- স্পট নিবন্ধন চালু করা হলেও পরবর্তীতে তা বাতিল

২১

আইনের শাসন

সরকারি ক্রয়ে আইন অনুসরণে ঘাটতি

- কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ না করা
- ক্রয় পরিকল্পনা ও চুক্তি সম্পাদন নোটিশ সিপিটিউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করা, দর-কষাকষি না করা; ক্রয় বিধি, ২০০৮ এর ১৬ (১১), ৩৭ (১), ১২৬ (৩), ৭৫ (৩) লঙ্ঘন
- বাংলাদেশে যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে টিকা আমদানিতে তৃতীয় পক্ষের অন্তর্ভুক্তি; ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ (২.১৯ ডলার), ভারত (২.৮ ডলার), আফ্রিকান ইউনিয়ন (৩ ডলার) এবং নেপালের (৪ ডলার) চেয়ে বেশি মূল্যে টিকা ক্রয় (৫ ডলার)
- অন্যান্য দেশ যেমন নেপালে সরাসরি এবং শ্রীলংকায় সরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশনের মাধ্যমে সেরাম ইনস্টিটিউট হতে ক্রয়
- চীনের সাথে সরকারের সরাসরি ক্রয়-চুক্তি: বাংলাদেশে ক্রয়মূল্য (১০ ডলার) বিশ্ব বাজারদরের (১০-১৯ ডলার) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

- **খরচ বাদে তৃতীয় পক্ষের প্রতি ডোজ টিকায় প্রায় ৭৭ টাকা করে মুনাফা হিসেবে প্রথম ৫০ লাখ ডোজ টিকা সরবরাহে ৩৮.৩৭ কোটি টাকা মুনাফা - এভাবে তিন কোটি ডোজে তাদের মোট লাভ হবে ২৩১ কোটি টাকা**
- **সরকার সরাসরি সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে টিকা আনলে প্রতি ডোজে যে টাকা বাঁচতো তা দিয়ে ৬৮ লাখ বেশি টিকা ক্রয়ের চুক্তি করা যেত**

আইনের শাসন...

সরকারি ক্রয়ে আইন অনুসরণে ঘাটতি

- ❖ রাশিয়া থেকে টিকা কেনার আগে চুক্তির বিভিন্ন শর্ত পর্যালোচনা করা হলেও সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের পর্যালোচনা ও দর-কষাকষি লক্ষ করা যায় নি

- ❖ ক্রয় বিধি ২০০৮, এর ৩৮ (৪) (গ) আনুসারে চুক্তির প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং বিরোধ বা দাবী নিষ্পত্তি পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা ক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে: ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে টিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সকল পক্ষকে দায়মুক্তি প্রদান

- ❖ ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বেক্সিমকোর ভাইস চেয়ারম্যান একজন সরকারদলীয় সংসদসদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সরকারদলীয় সংসদসদস্য - আইন অনুযায়ী সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন কেউ সংসদ সদস্যপদে থাকতে পারবে না [গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১২ (কে)]

সাড়াদান

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিকল্প টিকা উৎসের সুযোগ গ্রহণ না করা

- একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাপে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একটি উৎস ছাড়া বিকল্প উৎস অনুসন্ধানে উদ্যোগের ঘাটতি
- জাতীয় কমিটি এবং বিএমআরসি একটি চীনা প্রতিষ্ঠানের টিকা ট্রায়ালের অনুমোদন দিলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ সাড়া না দেওয়ায় ট্রায়াল প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়
- দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত টিকা ট্রায়ালের অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা
- বিকল্প উৎস না থাকার কারণে আকস্মিকভাবে চলমান টিকা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া

"ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় বেক্সিমকোর চাপেই সরকার টিকার বিকল্প উৎসে যেতে পারেনি।"

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

২৫ এপ্রিল ২০২১

সাড়াদান...

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নীতি কাঠামো (WHO SAGE values framework): টিকা বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার প্রণয়ন

- অন্যকে বাঁচাতে ঝুঁকি গ্রহণ করা ব্যক্তি: স্বাস্থ্যকর্মীসহ সম্মুখসারির কর্মী
- বয়স্ক ব্যক্তি (দেশভেদে ঝুঁকিপূর্ণ বয়স বিবেচনা)
- বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত/অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি
- অধিক আক্রান্ত হওয়া, রোগের জটিলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী
- সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এমন পেশা/জনগোষ্ঠী
- রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সচল রাখে এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি
- শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক বা ভৌগোলিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি

- অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল পেশা/জনগোষ্ঠীর জন্য সম বিবেচনা নিশ্চিত করা
- সকল ব্যক্তির সমান সুযোগ তৈরি করা
- সামাজিক, ভৌগোলিক, শারীরিক কারণে বিপন্নতা, ঝুঁকি ও চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার
- অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সমভাবে টিকায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয় এমন টিকা সরবরাহ ব্যবস্থা করা

সাড়াদান...

টিকা পরিকল্পনায় ঘাটতি

- পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩.৮ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা ও সে অনুযায়ী টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনায় ঘাটতি
- বিভিন্ন পেশা/জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি, তাদের টিকার আওতায় নিয়ে আসার প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় নিরূপন না করা
- সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে টিকা প্রদান প্রক্রিয়া

টিকা বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা, টিকা গ্রহণে ভীতি ও অনাগ্রহ বিদ্যমান; কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া

অনলাইন ভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া; ইন্টারনেট না থাকা ও কারিগরি জটিলতায় নিবন্ধন করতে না পারা

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এমন পেশা/জনগোষ্ঠীকে (পরিবহন/গার্মেন্টস শ্রমিক/প্রবাসী) প্রথম ধাপে টিকার আওতায় না আনা

- অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রস্তাবিত নীতি কাঠামো অনুসরণে ঘাটতি

প্রচার, নিবন্ধন ও টিকা প্রদানে মাঠকর্মী-তৃণমূল পর্যায়ের অবকাঠামো (ডিজিটাল সেন্টার) ব্যবহার না করা

- প্রত্যন্ত এলাকা ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট টিকা বিষয়ক তথ্য প্রচার/টিকায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

সাড়াদান...

টিকা পরিকল্পনায় ঘাটতি ...

- যথাযথভাবে এলাকাভিত্তিক চাহিদা যাচাই না করা; সরবরাহ না থাকায় কোনো এলাকায় আকস্মিক সংকট এবং কোনো এলাকায় টিকা উদ্বৃত্ত থাকা ও ফেরত দেওয়া
- প্রচারে ঘাটতির কারণে প্রথম দিকে টিকাগ্রহীতার স্বল্পতা
- ষাটোর্ধ্ব ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের (যাদের মৃত্যুহার বেশি) পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ না নিয়েই নাগরিক নিবন্ধনের বয়সসীমা হ্রাস
- যথাযথভাবে চাহিদা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রবাসী জনগোষ্ঠীকে যথাসময়ে টিকার আওতায় না নিয়ে আসা, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে প্রবাসী যাত্রীদের ব্যাপক দুর্ভোগ ও কর্মক্ষেত্রে ফিরতে অনিশ্চয়তা; টিকা সনদ না থাকায় মাথাপিছু ৬০-৭০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ
- কোনো পেশা/জনগোষ্ঠীর সকল সদস্যকেই পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয় নি
- টিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা কম (৩৭ শতাংশ)

সাড়াদান...

টিকা পরিকল্পনায় ঘাটতি ...

❖ বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রচারে ঘাটতি, নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল ও তাদের অনুকূলে না থাকায় নাগরিক নিবন্ধনের আওতায় স্বল্প আয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির হার খুবই কম

নাগরিক নিবন্ধনের আওতায় বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে টিকা গ্রহণের হার

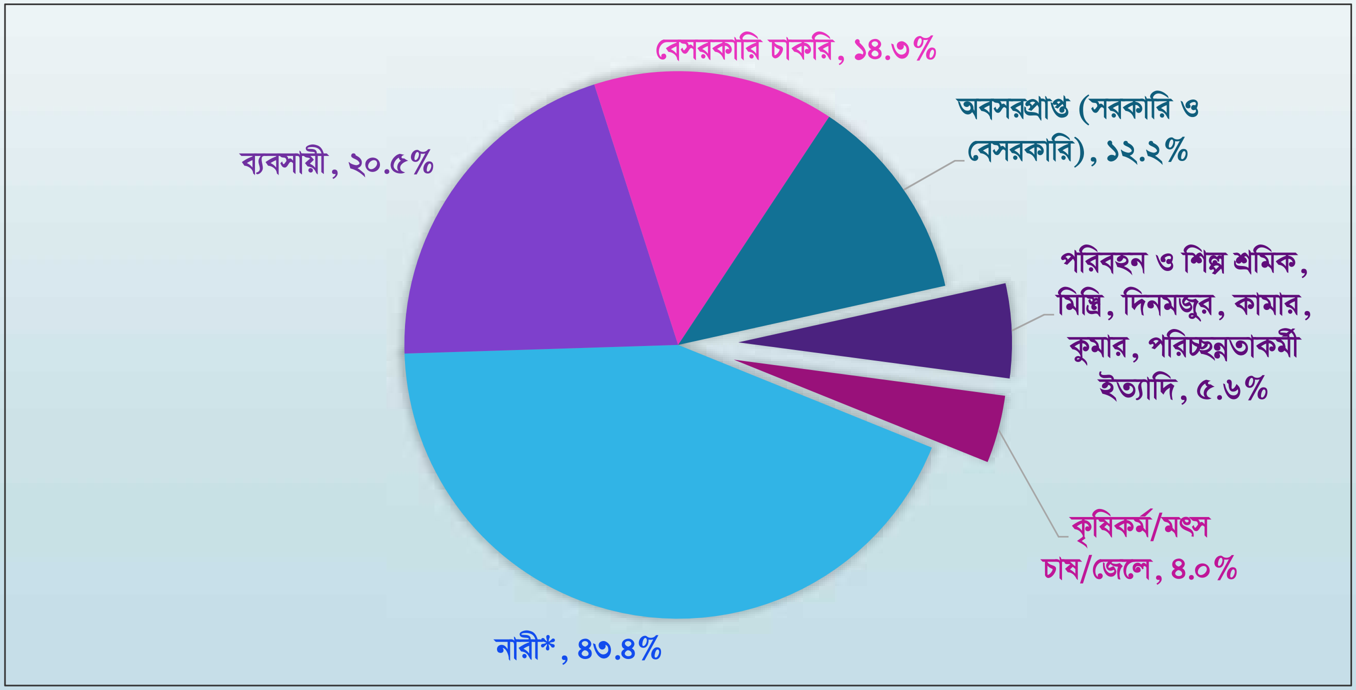

* ৪৩.৪% নারীর মধ্যে ৩৯.৫% মধ্যবিত্ত গৃহিনী ও ৩.৯% অন্যান্য পেশাজীবী নারী

সাড়াদান...

সকল অগ্রাধিকার পেশা/জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিতে উদ্যোগের ঘাটতি

- প্রচারে ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধনের ব্যবস্থা না করায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সকল কর্মীকে টিকার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি
- বেসরকারি হাসপাতাল, জরুরি পরিষেবা, ব্যাংক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পেশার জনগোষ্ঠী কোভিডকালীন সময়ে দায়িত্বরত থাকলেও টিকায় অন্তর্ভুক্তির হার কম

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের টিকার নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণের হার (%)

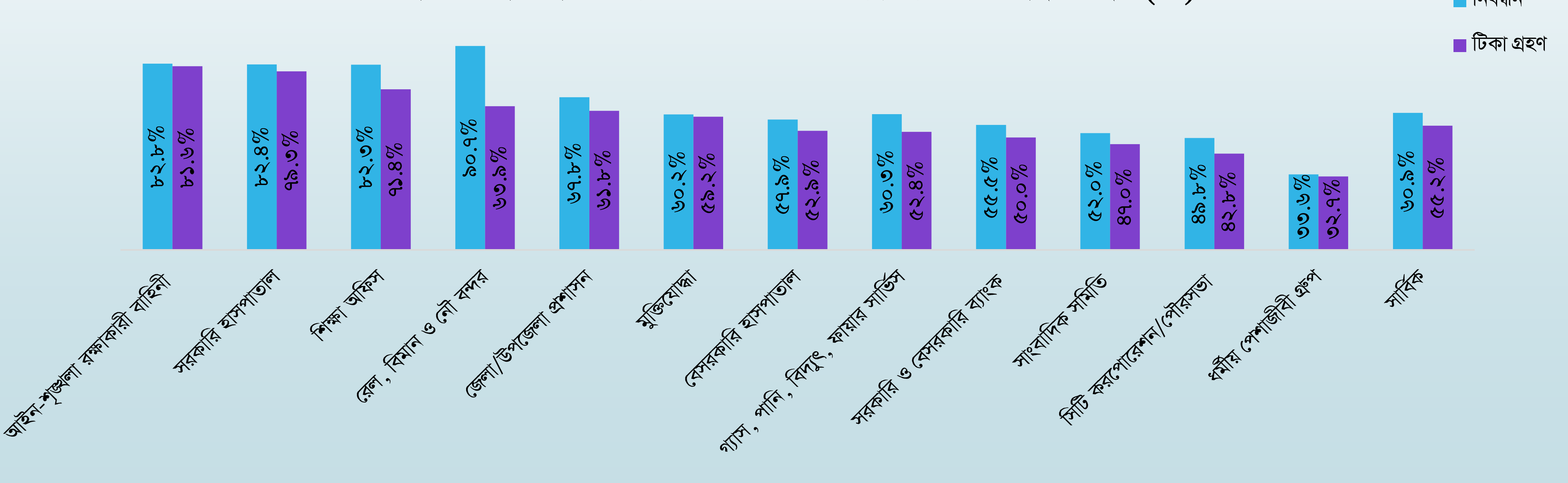

সাড়াদান...

একই পেশা/জনগোষ্ঠীর সকল স্তরের কর্মীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করা

অধিকাংশ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ৩য়-৪র্থ শ্রেণির কর্মী (৫৬%), পরিচ্ছন্নতা কর্মী (২৬.৬%), মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের (১০.৮%) টিকার আওতায় আনা হয় নি

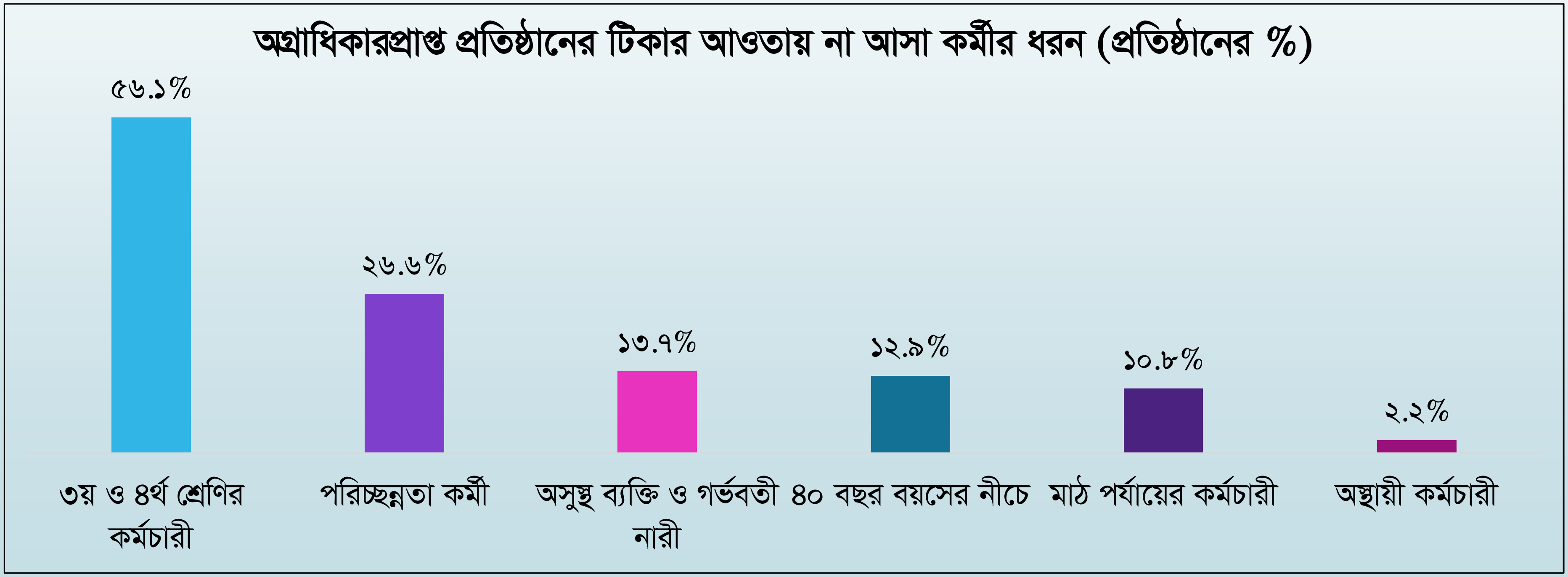

সাড়াদান...

প্রচারে ঘাটতি

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে টিকা গ্রহণে অনাগ্রহ বা ভীতির কারণে (৬১.৬%) এবং ৪০ বছরের কম বয়স থাকার (৫১.৬%) কারণে কর্মীরা টিকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে

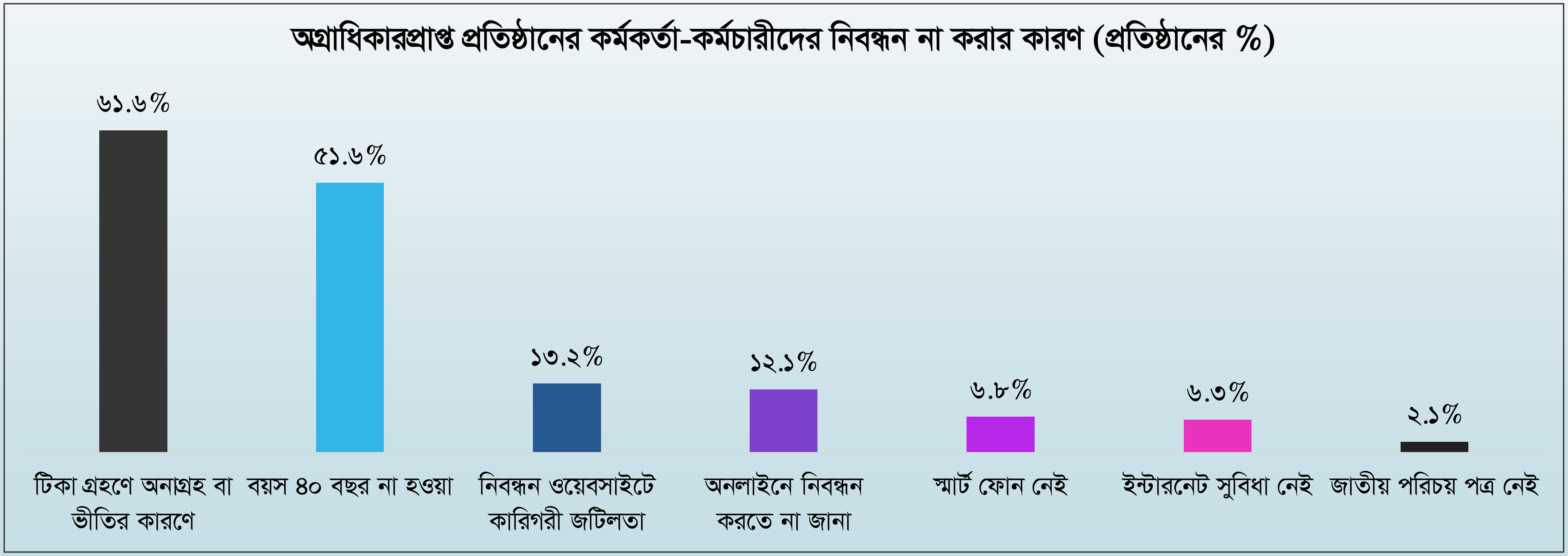

সাড়াদান...

অনাগ্রহ বা ভীতি দূর করতে উদ্যোগের ঘাটতি

৯.১% অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্মীদের নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি; বাকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীদের শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান (৬৮.১%)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিবন্ধন করাতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত উদ্যোগ (প্রতিষ্ঠানের %)

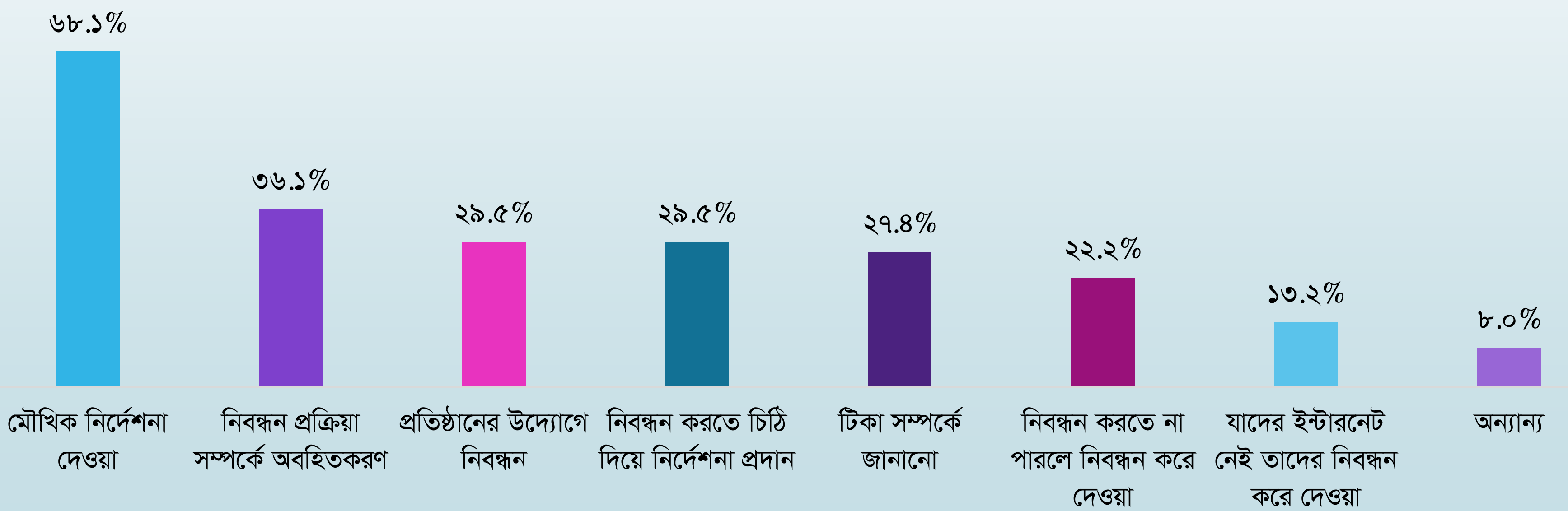

সাড়াদান...

সকলের জন্য প্রবেশগম্য টিকা ব্যবস্থাপনা না করা

- অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কারণে ৭৪.৪% টিকাগ্রহীতাকে অন্যের সহায়তায় নিবন্ধন নিতে হয়েছে
- মাঠ পর্যায়ে বিকল্প নিবন্ধনের উদ্যোগ ছাড়াই স্পট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ বাতিল করা

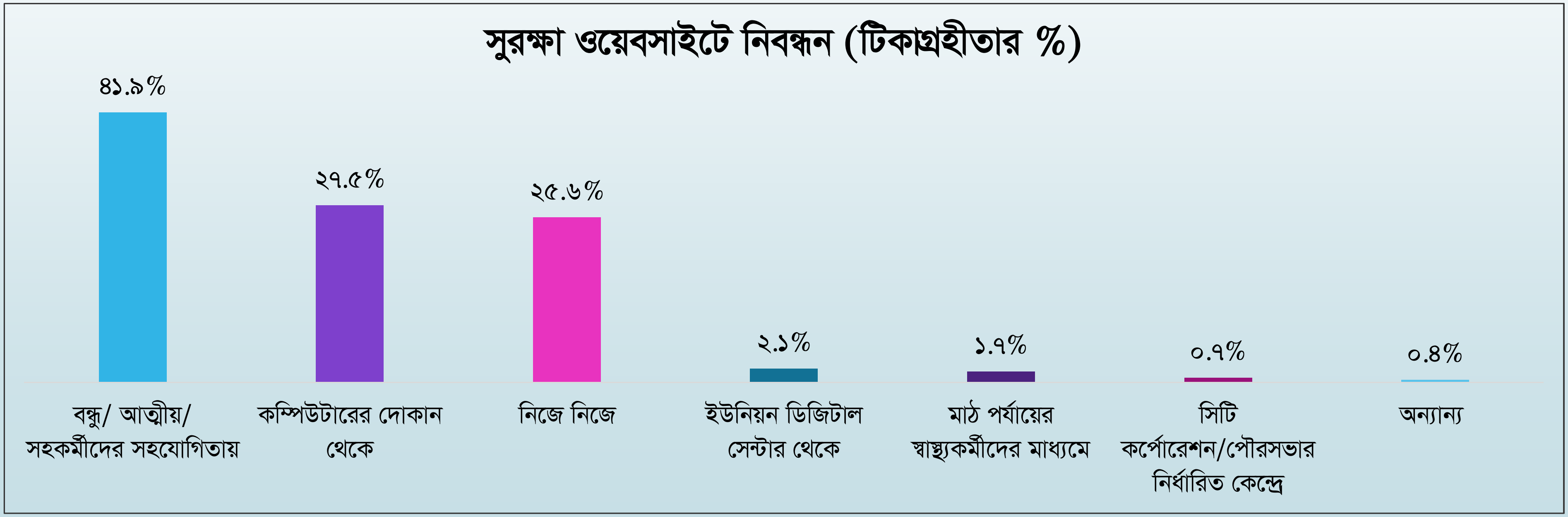

সক্ষমতা ও কার্যকরতা

নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সমস্যা

- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান কর্মী/অবকাঠামো ব্যবহার করে নিবন্ধনের সুবিধা না থাকায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নিবন্ধনের বাইরে
- কোনো কোনো এলাকায় নিবন্ধন করতে ৫-১০ কি. মি. দূরে যেতে হয়
- অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা সত্ত্বেও কিছু পেশা/জনগোষ্ঠীর মানুষের বয়স ৪০ বছর না হওয়ার কারণে নিবন্ধন করতে না পারা
- বয়সসীমার কারণে ও জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় অনেক প্রবাসীদের বিদেশ ফেরত যাওয়া অনিশ্চিত
- সুরক্ষা ওয়েবসাইটের নিবন্ধনে অগ্রাধিকার তালিকায় শিক্ষক থাকলেও সুরক্ষা অ্যাপে নেই
- পেশা/জনগোষ্ঠী যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে থেকে টিকা গ্রহণ
- টিকা কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু এলাকার কিছু কেন্দ্রে অধিক পরিমাণ রেজিস্ট্রেশন; দীর্ঘ দিন পর টিকার তারিখ প্রাপ্তি
- নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে কি না তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় না

সক্ষমতা ও কার্যকরতা...

নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সমস্যা

❖ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৪২.৬% শতাংশ টিকাগ্রহীতা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে; যারা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তাদের প্রায় ৭৮ শতাংশকে নিবন্ধন করতে ৫-১০০ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে

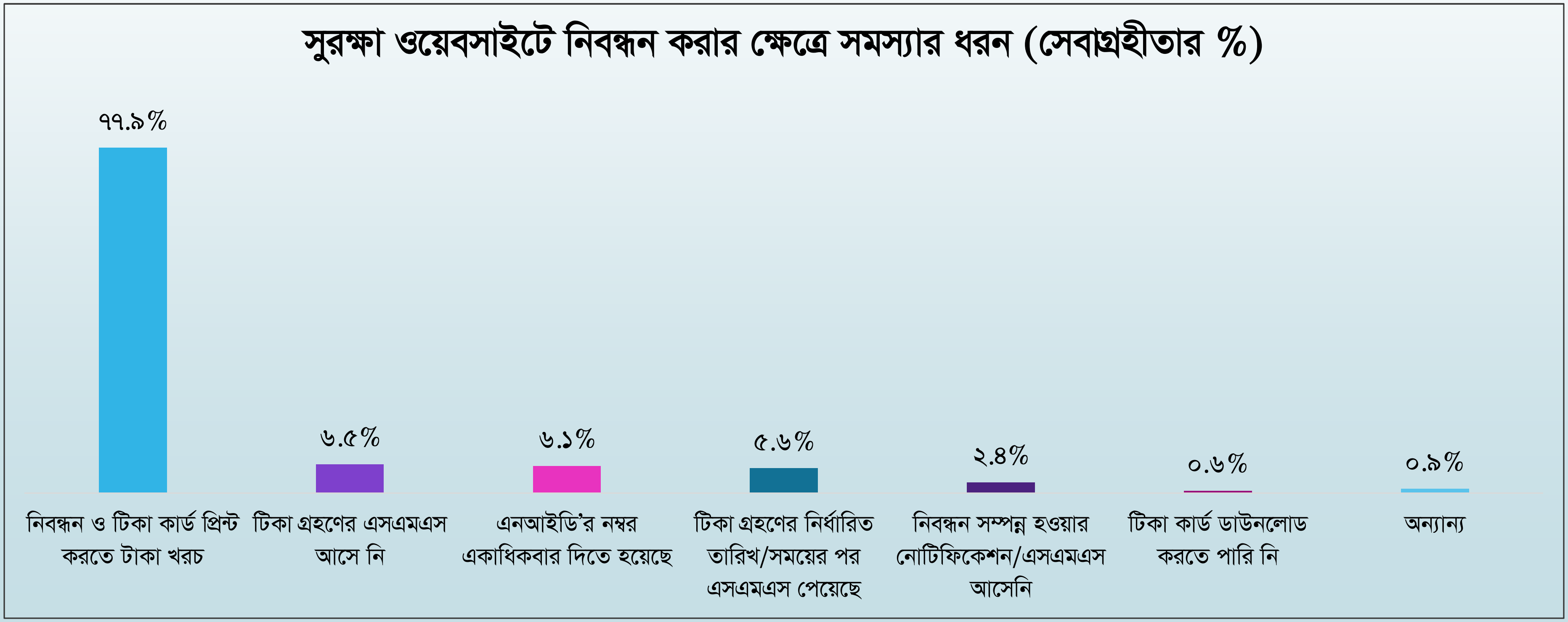

সক্ষমতা ও কার্যকরতা...

টিকা কেন্দ্রের অব্যবস্থাপনা

- ৫০.২% টিকাগ্রহীতাকে উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত না করা
- ৫৬.২% টিকাগ্রহীতাকে টিকা দেওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড না করা
- টিকাগ্রহীতার অসুস্থতার বিষয়গুলো যাচাই না করা
- সামর্থ্যের চেয়ে বেশি টিকাগ্রহীতা কেন্দ্রে পাঠানো
- একই ভবনের একতলায় রেজিস্ট্রেশন ও চতুর্থতলায় টিকা প্রদান; বয়স্ক/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ
- সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত না করা; কিছু কিছু কেন্দ্রে দীর্ঘ সিরিয়াল

ঢাকার একটি টিকা কেন্দ্র, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ছবি: *মোস্তফা কামাল*

- ৫৭.৬% টিকা কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নেই এবং টিকাগ্রহীতার ৬৫.৮% কোনো অভিযোগ করতে পারে নি এবং ২২.১% কীভাবে অভিযোগ জানাতে হয় তা জানে না

সক্ষমতা ও কার্যকরতা...

টিকা কেন্দ্রে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা

❖ নির্ধারিত কেন্দ্রে টিকা নিতে গিয়ে ২৭.২% শতাংশ টিকাগ্রহীতা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন; বুথ স্বল্পতার কারণে নারীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সিরিয়াল ছিল এবং বসা বা অপেক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না

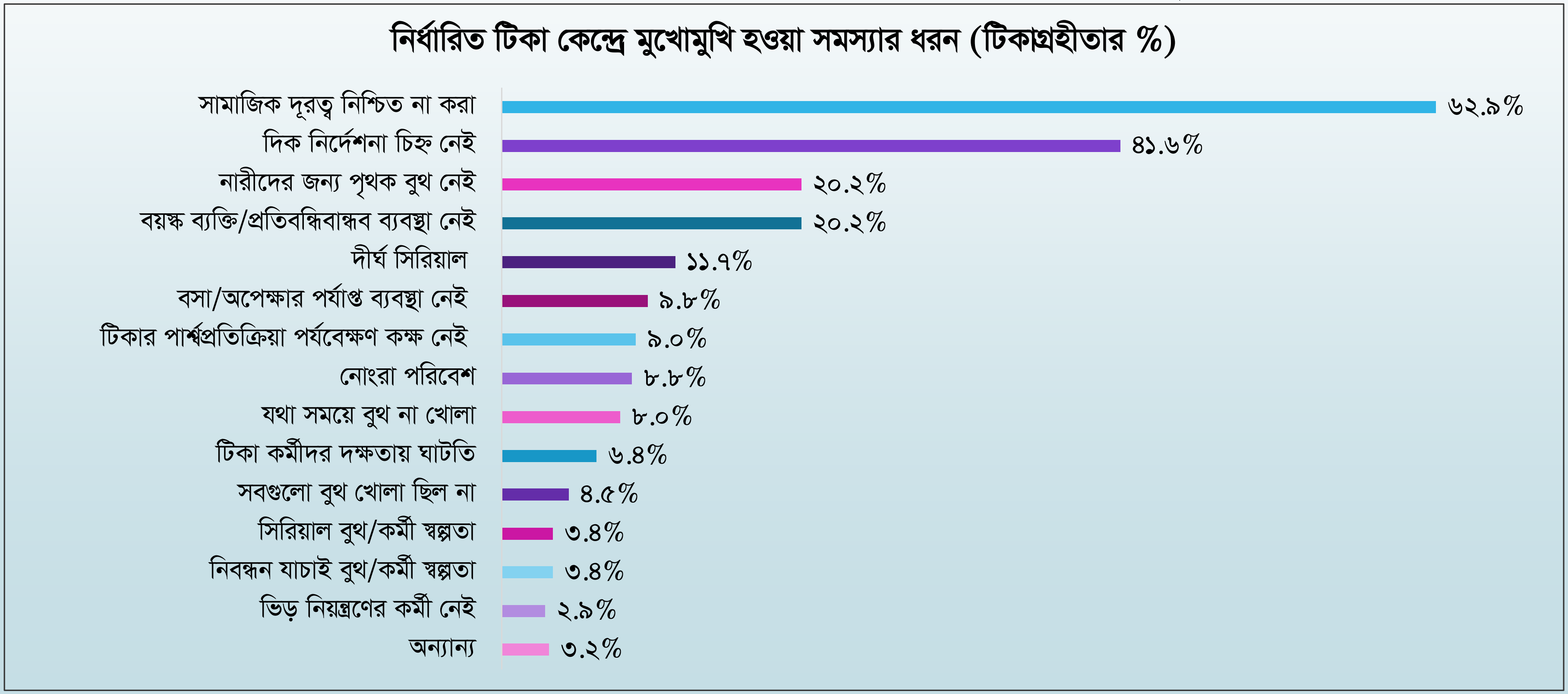

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

টিকা ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা

- টিকার প্রাপ্তি, মজুদ ও টিকা প্রদানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা; ১৩ লাখের বেশি টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ অনিশ্চিত
- বাফার স্টক সংরক্ষণে দূরদর্শিতার ঘাটতি; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা
- টিকা পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ/কর্তৃপক্ষের বাইরে নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা; সকল শিক্ষককে টিকা দেওয়ার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিকার জন্য নিবন্ধনের নির্দেশ

স্বচ্ছতা

টিকা ক্রয় চুক্তিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি

- বাংলাদেশ সরকার, বেক্সিমকো এবং সেরাম ইনস্টিটিউটের মধ্যেকার টিকা ক্রয় চুক্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি
  - চুক্তির ধরন, চুক্তির শর্তাবলী, ক্রয় পদ্ধতি, অগ্রিম প্রদান, তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা, তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণ ও তারা কিসের ভিত্তিতে কতটাকা কমিশন পাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ না করা
  - ক্রয় চুক্তি নিয়ে কর্তৃপক্ষের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান

টিকা বিষয়ক তথ্যের ঘাটতি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে টিকা বিষয়ক একটি ড্যাশবোর্ড করা হলেও সেখানে অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী টিকা প্রদান বিষয়ক তথ্যে ঘাটতি

স্বচ্ছতা...

তথ্য প্রকাশে হয়রানি, নির্যাতন ও মামলা

- ২০২০ সালে ২৪৭ জন সাংবাদিক আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার; কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে ৮৫ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা
- করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে লেখালেখির অপরাধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক লেখকের কারাগারে মৃত্যু
- স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন করা সাংবাদিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় নির্যাতনের শিকার ও আটক, তার বিরুদ্ধে অযৌক্তিকভাবে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এ মামলা দায়ের ও কারাগারে প্রেরণ

জবাবদিহিতা

কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি; তদন্ত ও বিচারে ধীরগতি

- ❖ স্বাস্থ্যখাতের কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে বিগত এক বছরেও সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য
- ❖ কিছু ক্ষেত্রে মামলা দায়ের ও কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের রদবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ
- ❖ দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও স্বাস্থ্য বিভাগের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইনের আওতায় আনা হয় নি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদাসীনতা/ ব্যর্থতা - করোনা মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতির কারণে পুনরায় সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি
- একাধিক উৎস অনুসন্ধানে কৌশলগত ঘাটতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে একটি উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা; বিকল্প উৎস না থাকায় চলমান টিকা কার্যক্রমে আকস্মিক স্থবিরতা
- আইনের লঙ্ঘন ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টিকা আমদানির মাধ্যমে জনগণের টাকা হতে তৃতীয় পক্ষের লাভবান হওয়া সুযোগ তৈরি করে দেওয়া
- টিকাদান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি - অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পেশাজীবীদের সবাইকে টিকার আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা; সম প্রবেশগম্য টিকা কার্যক্রম নিশ্চিত না করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া
- টিকার নিবন্ধন ব্যবস্থা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে; এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও পেশাভিত্তিক বৈষম্য তৈরি হওয়ার কারণে সর্বজনীন টিকা দান কর্মসূচির অর্জনকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে
- সর্বোপরি করোনা মোকাবিলা ও টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি করোনাভাইরাস নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘায়িত করছে

সুপারিশ

টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত সুপারিশ

১. দেশের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যাকে কীভাবে কত সময়ের মধ্যে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করতে হবে

২. সম্ভাব্য সকল উৎস হতে টিকা প্রাপ্তির জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে

৩. উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতাসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে নিজ উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে

৪. সরকারি ক্রয় বিধি অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি আমদানির অনুমতি প্রদান করতে হবে

৫. রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ব্যতীত টিকা ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে

৬. পেশা, জনগোষ্ঠী ও এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ঝুঁকি, আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার সমভাবে বিবেচনা করে অগ্রাধিকার তালিকা হতে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

৭. সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত এলাকা বিবেচনা করে টিকার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও টিকা দান কার্যক্রম সংস্কার করতে হবে; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন ও তৃণমূল পর্যায়ে টিকা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে

সুপারিশ ...

৭. সকল কারিগরি ত্রুটি দূর করাসহ সকলের জন্য বিভিন্ন উপায়ে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিতে হবে (যেমন এসএমএস এর মাধ্যমে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে); সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন কার্ড প্রিন্ট করার নিয়ম বাতিল করতে হবে

৮. এলাকাভিত্তিক চাহিদা যাচাই করে টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

৯. টিকা প্রদান কার্যক্রমে টিকা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে

১০. টিকা কেন্দ্রে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে; অভিযোগের ভিত্তিতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে হবে ও অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

করোনাভাইরাস মোকাবিলার অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কিত সুপারিশ

১১. কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে তদন্ত ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১২. কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর অগ্রগতির চিত্র প্রকাশ করতে হবে

সুপারিশ ...

১৩. স্টোরে ফেলে রাখা আইসিইউ, ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অতি দ্রুততার সাথে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে এবং সংক্রমণ হার বিবেচনা করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করতে হবে

১৪. সকল জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার স্থাপন করতে হবে

১৫. বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউসহ কোভিড-১৯ চিকিৎসার খরচ সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চিকিৎসা ফি'র সীমা নির্ধারণ করতে হবে

১৬. জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করাতে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আচরণ পরিবর্তনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে। মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বলবতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে

১৭. সকল জনসংখ্যাকে টিকার আওতায় নিয়ে আসার পূর্বে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবন-জীবিকার সংস্থান করে সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এলাকাভিত্তিক 'লকডাউন' দিতে হবে; সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ নিষেধাজ্ঞার আওতা নির্ধারণ করতে হবে

১৮. সরকার ঘোষিত প্রণোদনা অতি দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে

ধন্যবাদ

গণমাধ্যমে করোনা নিয়ন্ত্রণের দাবি